সংবাদ

তারিখ 28 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৭...৩ কলাম ৬

মৌলভীরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্লিপের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

প্রতিনিধি, (কিশোরগঞ্জ) নীলফামারী

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে পানিয়াল পুকুর মৌলভীরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুলাহিল কাফির বিরুদ্ধে স্লিপের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে ওই শিক্ষকের অনিয়মের প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে এলাকাবাসী। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের পানিয়াল পুকুর মৌলভীরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ২০১৫/২০১৬ অর্থবছরের স্লিপের ৪০ হাজার, প্রাক প্রাথমিক শিশু শিখন শিক্ষা সরঞ্জামাদী ক্রয়ের ৫হাজার (শিশু শ্রেণীর) ও স্কুলের ক্ষুদ্র সংস্কার কাজের ৫ হাজার টাকাসহ মোট ৫০ হাজার টাকা কোন কাজ না করে আত্মসাতের অভিযোগ করেছে ওই এলাকার সাধারণ মানুষ। অভিযোগে উলেখ করা হয় প্রধান শিক্ষক আব্দুল-াহিল কাফি পানিয়াল পুকুর মৌলভীরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকে স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং বিস্কুট ও সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে আসছে। কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে বিদ্যালয়ে সময় মত উপস্থিত হয়ে স্কুল ফাঁকি দিয়ে আসছে। স্কুল আসার পর তিনি বেশির ভাগ সময় মোবাইল ফোনে কথা বলে সময় পার করে চলে যায়।

কিশোরগঞ্জ

এমতাবস্থায় প্রধান শিক্ষকের অনিয়ম ও গাফিলাতির ফলে স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা চরম ভাবে বিঘ্নিত হওয়ায় এলাকাবাসী ওই প্রতিষ্ঠানে সন্তান দিয়ে লেখাপড়া নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। যে শিক্ষা মানুষ গড়ার ভিত্তি সে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক যখন সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ও স্কুলের বিস্কুট কেলেঙ্কারিতে জড়িত তার কাছে কি আশা করবে সাধারণ মানুষ। এলকাবাসীর দাবি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমস্ত অনিয়ম সরেজমিনে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আগামীতে আরও বড় ধরনের ঘাপলা মেরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে নাজেহাল করে ছাড়বে। এ ব্যাপারে পানিয়াল পুকুর মৌলভীরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগকে অস্বীকার করে বলেন, একটি মহল স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হতে না পেয়ে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ তুলেছে। আমাকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তার কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে স্কুল তদন্ত করা হবে বলে আমাকে অবহিত করেছে। বিষয়টি তদন্ত করা হউক এটা আমিও চাই। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মেহেদী হাসানের সাথে কথা হলে তিনি জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি তদন্ত করা হবে। তারপর অভিযোগ প্রমানিত হলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।